সেফগার্ডিং এর ইস্যুগুলি

উপস্থিতি - প্রতিদিন আপনার সন্তানের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং লক্ষনিয় অনুপস্থিতি সর্বদাই অ্যাটেন্ডেন্স অফিসার দ্বারা ফলো আপ করা হয়। স্কুলের একটি উপস্থিতি নীতি রয়েছে যা আপনার পড়া এবং জেনে রাখা উচিৎ।

আচরণ/ব্যবহার - আচার-আচরণ: সারা স্কুল সম্প্রদায়ের জন্যে স্কুলের একটি স্পষ্ট আচারণ নীতি আছে যা সবাইকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়, যাতে প্রত্যেককে নিরাপদ এবং খুশি থাকতে পারে। আমরা জানি যে, শিশুরা মাঝে মধ্যে ভুল করে এবং এটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালনা করা উচিত যিনি এই ধরনের বাচ্চাদের কথা শুনবেন এবং পরিস্থিতির সমাধান করতে সাহায্য করবেন।

উত্পীড়ন/ গুন্ডামি - স্কুল সব ধরনের উত্পীড়ন জনিত সমস্যা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে থাকে এবং বাচ্চা ও তার পরিবারের সাথে ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। স্কুলের একটি অ্যান্টি-বুলিইং নীতি আছে যা আপনাকে পড়তে ও জানতে হবে।

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা - স্কুলে প্রত্যেকেরই এটা নিশ্চিত করা দায়িত্ব যে প্রাপ্তবয়স্ক ও বাচ্চারা যেন নিরাপদ পরিবেশে কাজ করে। স্কুলের একটি স্পষ্ট নিরাপত্তা নীতি আছে যা প্রত্যেকেরই অনুসরণ করা অপরিহার্য। স্কুলেতে পুর্নরুপে প্রশিক্ষিত ফার্স্ট এডার রয়েছে যারা স্কুলে হওয়া যে কোন দুর্ঘটনার সামাল দেবে।

ই-নিরাপত্তা/অনলাইন-সেফ্টি: স্কুল এই বিষয়টি স্বিকার কররে যে বাচ্চাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে এবং র্ভাচুয়াল জগতে বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিতা- মাতার সাহায্যের উদ্দেশে, স্কুলের অনলাইন-সেফ্টি তথ্যাবলী রয়েছে যা আপনার সন্তানকে স্কুলে এবং বাড়িতে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে।

অভিযোগ

যদি আপনার এই নিয়ে কোন অভিযোগ থাকে যে স্কুল আপনার কিংবা আপনার বাচ্চার সাথে যথাযথভাবে কাজ করছেনা তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। প্রধান শিক্ষক সব সময় আপনার যেকোন সমস্যার বিষয়ে জানতে এবং তার সমাধান নিয়ে কথা বলতে খুশী হবেন। আপনার উদ্বেগ উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের সেটা জানালে ভাল হয়, যাতে এটি পরবর্তি সময়ে কোনও বড় সমস্যায় পরিণত না হয়। আপনি যদি মনে করেন যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে না, আপনি তখন গভর্নিং বডির কাছে বিষয়টির সমাধানের জন্য আপনার উদ্বেগ জানাতে পারেন। স্কুলের ওয়েবসাইটে আপনি স্কুলের অভিযোগের প্রক্রিয়াটির বিষয়ে দেখতে পাবেন।

স্কুলের অবশ্যই কি করণীয়

একটি বাচ্চা কে স্কুলে যেতে পারা এবং নিরাপদ বোধ করতে সক্ষম হওয়া উচিত যাতে সে তার সেরাটি অর্জন করতে পারে।

- এই স্কুলে যারাই কাজ করেন বা স্বেচ্ছাসেবকদের পরীক্ষা করে দেখা হবে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে তারা বাচ্চাদের সাথে কাজ করার জন্য নিরাপদ এবং তারপর শিশু সুরক্ষা এবং সেফগার্ডিং এবং তারা উদ্বিগ্ন হলে কি করবেন তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- সেফগার্ডিং এর জন্য স্কুলে একটি মনোনীত সেফগার্ডিং লিড (ডিএসএল) রয়েছে, যার কাছে উদ্বেগ জানালে তখন তার কি করনিয় সেই বিষয়ে তার অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে।

  DSL হলেন: .....
  অ্যান্টি-বুলিং চ্যাম্পিয়ন হলেন: .....
  ই-সেফ্টি চ্যাম্পিয়ন হলেন: .....
  প্যাস্টোরাল কেয়ার ওয়ার্কার হলেন: .....
  প্রভেন্ট লিড হলেন: .....
- আপনার যদি আপনার নিজের সন্তানের বিষয়ে বা অন্য কোন বাচ্চা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন আমরা সর্বদাই আপনার কথা শুনতে এবং আপনার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে প্রস্তুত। কখনও কখনও, চিল্ড্রেন'স সোশ্যাল কেয়ারের যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনার সাথে উদ্বেগগুলি শেয়ার করা যেতে পারে না। স্কুলের সেফগার্ডিং এর একটি নীতি রয়েছে যা আপনাকে এই সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করে এবং এটিও বলে যে আমাদের কোন পরিস্থিতিতে অবশ্যই পুলিশ বা বাচ্চাদের পরিষেবার/চিল্ড্রেন'স সার্ভিসেসের সাথে কথা বলতে হবে। আপনি যদি এই নীতিটির অনুলিপি দেখতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের অবগত করুন।
- আমরা আপনার বাচ্চাকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে শিখতে সাহায্য করব, যেমন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, অ্যান্টি-বুলিইং, অনলাইন-নিরাপত্তা, রাস্তায় সুরক্ষা, স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক, মাদক এবং অ্যালকোহল বিষয়ে সচেতনতা ও চরমপন্থা প্রতিরোধ। এই পাঠগুলির অংশ হিসাবে আপনার বাচ্চাকে তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হলে তাদের কি করা উচিত সেগুলি বলা হবে।

পিতা-মাতা / কেয়ারারদের অবশ্যই করণীয়

বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বাবা-মা / কেয়ারাররা হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আপনাদের সর্বদা:

- আপনার সন্তানের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।
- আপনার সাহায্য বা সমর্থনের দরকার হলে স্কুলের সাথে কথা বলুন।
- আপনার সন্তানের নিরাপত্তার সংক্রান্ত আদালতের কোনো আদেশ থাকলে তা স্কুলকে অবগত করুন।
- আপনার পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হলে যেমন বাড়ি বদলানো,যোগাযোগের নতুন নম্বর,নামের পরিবর্তন, অভিভাবকীয় দায়িত্বে পরিবর্তনের বিষয়ে স্কুলকে জানিয়ে রাখুন
- আপনার সন্তান কে/দের স্কুলে কে ছাড়তে আসবেন আর স্কুল থেকে থেকে নিয়ে যাবেন এবং জরুরি অবস্থায় দুটি অন্য যোগাযোগের নম্বর স্কুলকে জানিয়ে রাখুন। সম্মত ব্যবস্থায় যে কোনও পরিবর্তন সম্পর্কে আপনাকে স্কুলকে অবহিত করতে হবে।
- যদি আপনার সন্তান কে কোন কারনে স্কুলে অনুপস্থিত হতে হয় তাহলে স্কুলকে অনুপস্থিতর বিষয়ে এবং অনুপস্থিতর কারণ সম্পর্কে জানিয়ে রাখুন।

শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে নিরাপদ রাখা

পিতামাতা ও কেয়ারারদের জন্য তথ্য সমুহ

সেফগার্ডিং এর বিষয়ে আরও তথ্য স্কুলের ওয়েবসাইট এবং প্যান ডর্সেট সেফগার্ডিং চিলড্রেন পার্টনারশিপ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে

আপনার যদি আপনার সন্তান অথবা অন্য কোনও বাচ্চার সেফগার্ডিং সংক্রান্ত কোন উদ্বেগ থাকে তাহলে স্কুলে নির্ধারিত সেফগার্ডিং লিড, তাদের ডেপুটি বা অন্য কোনও সিনিয়র স্টাফের সদস্যের সাথে এই নিয়ে কথা বলুন।
বিকল্পভাবে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন:

BCPMASH

01202 735046
অথবা MASH@bcpcouncil.gov.uk

জরুরী অবস্থায় 999-এ পুলিশ
অথবা অ-জরুরি অবস্থার জন্য 101
এনএসপিসিসি 0808 800 5000
চাইল্ডলাইন 0800 1111

প্যান ডর্সেট সেফগার্ডিং চিলড্রেন পার্টনারশিপ
বিসিপি সেফগার্ডিং ইন এডুকেশন সাব গ্রুপ
(সংশোধিত সেপ্টেম্বর 2019)

সেফগার্ডিং মানে কি?

সকল বাচ্চা এবং যুবক-যুবতীদের পাশে বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের থাকা প্রয়োজন যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে তারা অন্য মানুষজনের দ্বারা ক্ষতি বা নিজের ক্ষতি করা থেকে নিরাপদ থাকে।
এছাড়া এটা সব বাচ্চাদেরই তাদের সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফলাফলগুলি অর্জন করতে সক্ষম করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও।

এটি কিভাবে করা যেতে পারে?

আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে সকল বাচ্চা এবং যুবকরা:

- ভাল যত্ন করা হয়
- স্বাস্থ্যকর
- নিরাপদ
- জীবনের সেরা সম্ভাবনা পায়
  এবং এই যে:
- বাচ্চা এবং তরুণদের সাথে কাজ করছে যে ব্যক্তিরা তারা নিরাপদ এবং এটি করার জন্য উপযুক্ত
- বাচ্চারা এবং যুবকরা যে জায়গাগুলিতে যাওয়া আসা করে সেগুলি নিরাপদ

এছাড়াও সেফগার্ডিং হল ...

- বাচ্চা, যুবক এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান
- প্রয়োজনে অন্যান্য লোককে সহায়তা করা
- প্রাথমিক সহায়তা - কোনও বাচ্চা বা তরুণ ব্যক্তির যদি সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে প্রাথমিক সচেতনতা এবং হস্তক্ষেপ
- আপনি যদি কোনও বাচ্চা বা যুবক সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকেন তবে কি করবেন তা জানা
- কোনও বাচ্চা বা তরুণ ব্যক্তির ক্ষতি বা অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকলে তা সনাক্ত করা
- বাচ্চা বা যুবককে রক্ষা করতে পদক্ষেপ নেওয়া।

সেফগার্ডিং এর আসল কাজ হল একত্রিতভাবে কাজে করার মাধ্যমে ক্ষতি বা অপব্যবহার যাতে না হয় তা প্রথমে রোধ করা। বাচ্চা বা যুবক-যুবতীদের যেখানে ক্ষতি বা আহত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি, কেবল সেই পরিবারগুলিকে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে জড়িত থাকার বিষয় নয়।

বাচ্চাদের এবং তরুণদের সুরক্ষা করার জন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়বদ্ধ।

সেফগার্ডিং একাধিক বিস্তৃত সমস্যার পরিসর অন্তর্ভুক্ত করে যেমন ...

- শিশু নির্যাতন
- গুন্ডামি
- কুসংস্কার
- অগ্নি নিরাপত্তা
- পালিয়ে যাওয়া
- খাবার জনিত সমস্যা
- শিশু সুরক্ষা
- হতাশা
- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা
- শিশু হারানোর শিক্ষা
- রাস্তা, রেল, জলের সুরক্ষা
- গ্যাং, যুব সহিংসতা
- মহিলা যৌনাঙ্গের অঙ্গহানি
- গার্হস্থ্য নির্যাতন
- অপরাধমূলক শোষণ
- যৌন শোষণ
- শিশু পাচার / আধুনিক দাসত্ব
- ড্রাগ এবং অ্যালকোহল
- স্ব ক্ষতি
- অনলাইন-নিরাপত্তা
- স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা
- মৌলবাদের প্রতিরোধ

অপব্যবহারের পরিচিতি

সবচেয়ে চূড়ান্তে, সেফগার্ডিং হল বাচ্চা এবং তরুণদের অপব্যবহার বা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা।

শিশু নির্যাতন বা অবহেলা তখন হয় যখন ১৮ বছরের কম বয়সী কারুর ক্ষতি করা অথবা যথাযথভাবে তার তার দেখাশোনা না করা হয়।

কখনও কখনও কোনও বাচ্চা বা অল্প বয়স্ক ব্যক্তি কোন অপরিচিত মানুষ বা অন্য বাচ্চা বা যুবক দ্বারা নির্যাতিত হতে পারে, তবে সাধারণত তারা সেই ব্যক্তিকে চেনে যে তাদের ক্ষতি করছে - উদাহরনস্বরুপ পরিবারের সদস্য বা তাদের সোশ্যাল বা সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্যে কোন ব্যাক্তি।

বাচ্চা এবং যুবক-যুবতীরা যে কোনও জায়গায় নির্যাতিত হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ বাড়িতে, স্কুলে, একটি স্থানীয় স্পোর্টস সেন্টারে বা স্কুলের পরে, ক্লাবে, অনলাইনে ইত্যাদি। কখনও কখনও অন্য কেউ এই ঘটনা ঘটার বিষয়টি জানেন, কিন্তু তারা এটিকে থামানোর চেষ্টা করেন না। এটিও ভুল।

নির্যাতনের প্রভাব

যেসব বাচ্চারা নির্যাতন বা অবহেলার স্বিকার হয়েছে তারা স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হলেও কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সারাজীবন ধরে স্থায়ি হতে পারে যেমন, সম্পর্কজনিত সমস্য, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা বা মাদক এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহার।

অবমাননা বা অপব্যবহারের প্রকার:

অবমাননার প্রধান চারটি প্রকার রয়েছে যা হল: আবেগীয়, শারিরীক, যৌন ও অবহেলা জনিত।

মানসিক নির্যাতন - যখন বাবা-মা / কেয়ারার বা অন্যরা তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত ভালবাসা বা তাদের দেখাশোনা করতে ব্যর্থ হয় বা যখন তারা তাদের হুমকি দেয়, কটূক্তি করে বা তাদের হতাশ করে, যা তাদের আচরণকে ভিতি, প্রত্যাহারমুলক, আক্রমণাত্মক বা উপদ্রুত করে তোলে।

শারীরিক নির্যাতন - যখন বাবা-মা / কেয়ারার বা অন্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও বাচ্চা অথবা তরুনকে আঘাত করে বা অন্য কারুর দ্বারা তাদের বাচ্চার শারীরিকভাবে ক্ষতি হওয়ার হতে থেকে রক্ষা করে না।

যৌন নির্যাতন: যখন কোন বাচ্চা বা তরুন-তরুনিকে বলপূর্বক বা লোভ দেখিয়ে যৌন কাজে ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়, বেশি মাত্রায় যেখানে সহিংসতা জড়িত না থাকলেও, কি ঘটছে সেই বিষয়ে বাচ্চাটি সচেতন থাকুক বা না থাককু।

অবহেলা - যখন পিতা-মাতা / কেয়ারার কোনও বাচ্চা বা তরুণ ব্যক্তির আহার, পোশাক, আশ্রয় বা চিকিৎসার অবশ্যকরণীয় প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হন বা যখন শিশুদের সঠিক দেখাশোনার অধিনে না রাখা হয় যা তাদের অনিরাপদ বা অসুরক্ষিত করে রাখে।

গার্হস্থ্য অত্যাচার - কোনও লিঙ্গ বা যৌনতা নির্বিশেষে 16 বছর বা তার বেশি বয়সের বা যারা অন্তরঙ্গ অংশীদার বা পরিবারের সদস্য রয়েছেন তাদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ, জবরদস্তি বা হুমকিমুলক আচরণ, সহিংসতা বা নির্যাতনের কোনও ঘটনা।

কোনও বাচ্চার পরিবারে গার্হস্থ্য অত্যাচারের ঘটনা ঘটলে পুলিশের কাছ থেকে স্কুলের একটি সতর্কবার্তা পায়।

তারা সাহায্য, মনিটরিং প্রদান করবে এবং অন্যান্য উদ্বেগ থাকলে সোশ্যাল কেয়ারের সাথে যোগাযোগ করবে।

শিশু শোষণ/নির্যাতন - একটি শিশুকে লাভ, শ্রম, যৌন পরিতৃপ্তি বা অন্য কোনও ব্যক্তিগত বা আর্থিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করা কে শিশু শোষন বলা হয়